Dr Mangal Kumar Nayak, Assistant Professor
Dept. of History, Narajole Raj College

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইউরোপের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে শুধু গড়ে উঠেছিল তাই নয় তা ইউরোপের সংস্কৃতির প্রান কেন্দ্র হিসেবেও ভূমিকা পালন করেছিল। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় C. H Haskins এর 'Rise of the University' গ্রন্থ থেকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ ঘটেছিল তা মূলত সম্ভব হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্ভবের ফলে। একথা বললে ভুল হবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয় গুলির প্রভাব আপামর জনসাধারণের উপরে পড়েছিল। সব চেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা দেয় তা হল চার্চ এবং সম্রাট ইতিপূর্বে পূরো সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উদ্ভব ও বিকাশের ফলে সমাজে এক নতুন শ্রেণি গড়ে উঠে। এই নতুন নিয়ন্ত্রক শক্তি সমাজে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। স্বাভাবিক কারনে ঐতিহাসিক পি. অরটন লিখেছেন- মধ্যযুগের এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সৃষ্ট নতুন শ্রেণি মধ্যযুগের বন্ধ্যা ব্যাবস্থা কাটিয়ে সামাজিক শ্রেণি হিসেবে সমাজের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপক ছাত্রের শিক্ষা লাভ ও শিক্ষক মণ্ডলী গড়ে উঠায় তাঁদের দ্বারা ইউরোপে একদল বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। এরা পরবর্তীকালে সমাজে মুক্তচিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যুক্তি তর্ক দ্বারা নানা প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার চর্চা করে সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। কোন সম্রাট বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সে যুগের ছাত্র ও বুদ্ধীজীবি সম্প্রদায়ের মতামতকে সহজে উপেক্ষা করতে পারত না।

এই যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মূল নিহিত ছিল মানুষের স্বাভাবিক বিদ্যা বুদ্ধির উপরে। বলা বাহুল্য তাই বুদ্ধিজীবিদের অসামান্যতা ও ব্যার্থতা দুই এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষার গুনে। যুক্তিকে শানিত করে তুলতে শিক্ষার্থীকে বহু সাধনার মধ্য দিয়ে জ্ঞান চর্চা করতে হত। মানব হৃদয়ের আবেগ, অনুভূতি, চেতনা ও চৈতন্যের সল্প আলোকিত জগত এই গভীর শিক্ষা ব্যাবস্থার বাইরে থেকে গিয়েছিল। ব্যাক্তিতের বিকাশের তেমন কোন উদ্যোগ এই সময়ে দেখা যায় নি। ফলে এই যুগের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত মানসিকতা লক্ষ করা যায়। সূক্ষ রুচি সম্পন্ন, প্রকৃত পুণ্যাত্মায় শিহরিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়রে অধ্যাপকরাও। বিদ্যার্থীর অশোভন জীবন যাত্রা, মাদকা শক্তি ও তাতে অধ্যাপককুলের কখনো কখনো উৎসাহ দান সমাজে বিরুপ প্রতিক্রীয়া তৈরি করেছিল। তাই বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের তীর্থভূমি প্যারী বার্নাডের কাছে 'পাপে ভরা ব্যাবীলন' বলে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ডিগ্রী পেয়ে মূল সমাজে ফিরে আসত তারা সমাজে বিশিষ্ট ব্যাক্তি হিসেবে গণ্য

হোত। পণ্ডিত বযাক্তি হিসেবে সমাজে তাঁদের স্থান হোত অনেক উচুতে। সমাজের পরিচালকরা তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দিত। বিশেষ করে সামন্ত প্রভু, যাজক ও ব্যারন লর্ডরা তাঁদের ছেলেমেয়ে দের পড়াশোনা, আইন কানুন বিষয়ে পরামর্শ করা ও বৈষয়িক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত ছাত্রদের সাহায্য নিত।

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা মধ্যুগের সমাজ উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। মুক্ত চিন্তা ও যুক্তিবাদের আঁতুড় ঘর হিসেবে এগুলি সমাজে বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে নগরের বার্গারা, গিল্ডের মালিকরা এই ধরণের চর্চাকে উৎসাহ দিত এই কারনে যে, এর দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক বিধি বিধানগুলি আলগা হতে শুরু হয়েছিল যেটা তাঁদের বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। প্যারী, অক্সফোর্ড এই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

সুতরাং, দ্বাদশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইউরোপজুড়ে নতুন এক সংস্কৃতি সভ্যতার জন্ম দিতে শুরু করেছিল। ইতিহাসবিদ উইল ডুরাণ্ট (Will Durant) তাঁর সাড়া জাগানো 'The Age of Faith' গ্রন্থে লিখেছেন- মানুষের চিন্তা ও মন কে মুক্ত করে, চিন্তার জগতকে প্রসারিত করে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এক নতুন সংস্কৃতি বিপ্লব ঘটিয়ে ছিল। যে বিপ্লবের উদ্ভাসিত আলোতে মানুষ প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে শিখেছিল। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও , মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অনেকেই গুরুত্বহীন বিষয়ে নিস্ফল বিশ্লেষণে অনেক সময় ব্যায় করলেও সমাজ উত্তরণের ইতিহাসে এই সময়ের বুদ্ধিজীবীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে যে জ্ঞান জগতের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে ছিল তাঁর প্রাণ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে ছিল বহু মূল্যবান সম্পদ যা এখণকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ধ্বনিতে বিচিত্র সুরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এখানেই মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সফলতা। কোন যুগের অগ্রগতির প্রয়োজনে সে সাহায্য করছে, যার উপরে ভর দিয়ে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে মানব সভ্যতা ও তাঁর সংস্কৃতি।

প্রশ্নঃ

১. সমাজ সংস্কৃতিতে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি অবদান রেখেছিল ?

২. মুক্ত চিন্তা বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোন ভূমিকা ছিল কি ?